তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪০১০

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ইউনিলিভার লভ্যাংশ জমা দিল ৮ কোটি টাকা**

ঢাকা, ১৯ আশ্বিন (৪ অক্টোবর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ইউনিলিভার কনজ্যুমার কেয়ার লিমিটেড তাদের গত অর্থ বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ৮ কোটি ৭ লাখ টাকা জমা দিয়েছে।

আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের কাছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে চার সদস্যদের প্রতিনিধিদল কোম্পানির লভ্যাংশ ৭ কোটি ৬৯ লাখ ৩৬ হাজার ৮ টাকার এবং ইউনিলিভার কনজ্যুমার কেয়ার লিমিটেডের লভ্যাংশ ৩৭ লাখ ৭১ হাজার ৮৪৮ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ২৯৩ টি কোম্পানি এ তহবিলে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করছে। এ তহবিলে আজ পর্যন্ত জমার পরিমাণ ৭৬০ কোটি টাকার বেশি। এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে, আহত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা এবং শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দেয়া হয়। এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ২৩৭ শ্রমিককে এ তহবিল থেকে প্রায় ৬৬ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, যুগ্ম সচিব মো. মহিদুর রহমান, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের সচিব রাশেদুল কাইয়ূম, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের প্রধান শামীমা আক্তার এবং ইউনিলিভার কনজ্যুমার কেয়ার লিমিটেডের রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সের প্রধান এবং কোম্পানি সচিব মোহাম্মদ নাহারুল মোল্লাসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহ্‌মুদ/লিখন/২০২২/ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০৬

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িকতার রোল মডেল**

**---পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, বাংলাদেশের সব ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রীতিময়, সৌহার্দ্যপূর্ণ। সমাজে তারা মিলেমিশে বসবাস করে। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়। এজন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে রোল মডেল।

আজ শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শরীয়তপুরের নড়িয়ায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, যারা দেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যারা বহির্বিশ্বে দেশের বিরুদ্ধে আজগুবি নালিশ করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিতে উসকানি দেয়, শান্তি-সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশকে কলুষিত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ দেশের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্রমূলক কূটচালের সাহস করতে না পারে।

এনামুল হক শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে একটি স্বার্থান্বেষী-সুবিধাবাদী ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী দেশে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের সম্পর্কে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে কেউ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপির উদ্দেশ্য নির্বাচন নয়, দেশে একটি গণ্ডগোল লাগিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে কিছু করা যায় কি না, সেই অপচেষ্টা। বিএনপির জন্মটাই পেছনের দরজা দিয়ে এবং সে কারণেই তারা সবসময় পেছনের দরজা খোঁজে। কিন্তু বিএনপির আর পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার সুযোগ নেই। ক্ষমতায় আসতে হলে সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

পরিদর্শনকালে নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রাশেদ উজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক মাল ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খোকন উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২২/২০০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪০০৩

**আবাসন খাতের উন্নয়নে প্রয়োজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**

**-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, আবাসন খাতের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আরো বিপুল সংখ্যক মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব বসতি দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী সব কথা বলেন। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য‘বৈষম্য হ্রাসের অঙ্গীকার করি, সবার জন্য টেকসই নগর গড়ি’।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা, পুঁজিবাদী সভ্যতা এবং সম্পদের অসম বণ্টন সমাজে প্রতিনিয়ত বৈষম্য বৃদ্ধি করছে। এতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি এবং বাসস্থান সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ফলে আবাসন ব্যবস্থায় নতুন চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

শরীফ আহমেদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় আশ্রয়হীন ও ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন শুরু করেন। রাজধানী ঢাকার বাউনিয়াবাদে তিনি বাস্তুহারাদের বাসস্থানের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা নিহত হবার পর এই কর্মসূচি স্থবির হয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সবার জন্য মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্বল্প, মাধ্যম ও নিম্ন‌ আয়ের মানুষের জন্য বিপুল সংখ্যক প্লট উন্নয়ন ও ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। রাজধানী ঢাকায় বস্তিবাসীদের জন্য ৫৩৩টি ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। টঙ্গীর দত্তপাড়া এবং ঢাকার মিরপুরে এ ধরনের আরো বড় দু’টি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। কেরাণীগঞ্জের ঝিলমিল রেসিডেন্সিয়াল পার্কে পিপিপিরভিত্তিতে নির্মাণ করা হবে ১৩ হাজার ৭২০টি ফ্ল্যাট। সরকারি কর্মকর্তাদের বসবাসের জন্য ঢাকার মতিঝিল, আজিমপুর, মালিবাগ, মিরপুরসহ বিভিন্ন স্থানে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি শহরের পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন কৃষি জমি রক্ষা পাবে অন্যদিকে সবার মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২২/ ১৭৪১ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০২

**বিএনপি বৈঠক করছে আনুবীক্ষণিক দলগুলোর সাথে**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

‘সংলাপের নামে বিএনপি আনুবীক্ষণিক দলগুলোর সাথে বৈঠক করছে’ বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নিকট থেকে কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিএনপি’র সাম্প্রতিক সংলাপ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। প্রেস কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, দি ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, দৈনিক জাতীয় অর্থনীতি সম্পাদক এম. জি কিবরিয়া চৌধুরী, বিএফইউজের দপ্তর সম্পাদক সেবিকা রাণী, প্রেস কাউন্সিল সচিব শাহ আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি ২০১৮ সালেও সমস্ত দলের সাথে সংলাপ করেছিল, সংলাপ করে একটি বড় ঐক্য, তাদের ভাষায় একটি জাতীয় ঐক্য তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেই ঐক্যের ফলাফল হচ্ছে বিএনপি মাত্র পাঁচটি আসন পেয়েছিল। সেখানে ডানপন্থী-বামপন্থী, অতি ডান-অতি বামরা ছিল। আবার মাইক্রোস্কোপিক দলগুলোও ছিল যেমন গতকাল তারা বৈঠক করেছে কল্যাণ পার্টির সাথে। আনুবীক্ষণিক দলের সাথে বৈঠক করে যখন তারা বলে যে বৃহত্তর ঐক্য গঠন করবে, তখন মানুষ হাসে। কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান আছে, মহাসচিব যে কে আমি জানি না, মির্জা ফখরুল সাহেব জানেন কি না তাও আমি জানি না। এ ধরনের দলের সাথে বৈঠক কিছু সংখ্যক সংবাদ পরিবেশন করা ছাড়া অন্য কোনো কিছু নয়।’

সাংবাদিকরা ‘বিএনপির মিছিল সমাবেশ মারমুখী বলে প্রতীয়মান’ এ বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি করা। তারা ২০১৩-১৪-১৫ সালে, ২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, এখনও চেষ্টা করছে। তারা উস্কানিমূলকভাবে তাদের কর্মীদের লেলিয়ে দিচ্ছে পুলিশ এবং সাধারণ জনগণের ওপর। দেখা যাচ্ছে যে, তাদেরই ইটের আঘাতে তাদের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছে, মৃত্যুবরণও করেছে। তারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাবে, নিজেরা নিজেদের কর্মীদের মারবে, মেরে পুলিশের ওপর দায় চাপাবে, সরকারের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করবে।’

‘আমরা আমাদের দলকে সংযতভাবে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি, পুলিশও বিএনপির যুদ্ধংদেহী মনোভাব, সংঘাতের অপচেষ্টাকে অত্যন্ত সংযতভাবে মোকাবিলা করছে, কিন্তু তারা যদি এটি অব্যাহত রাখে, জনগণ তাদেরকে আবারও আগে যেভাবে প্রতিহত করেছিল তাই করবে’ বলেন মন্ত্রী।

নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘এটি তো নতুন নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য যারা রাষ্ট্রদূত ছিল তারাও এ নিয়ে কথা বলেছে এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতরাও এ নিয়ে কথা বলে। আমরা তো তাদের সাথে একমত। আমরা স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন চাই এবং এটি শুধুমাত্র সরকারি দলের দায়িত্ব না, এ দায়িত্ব কিন্তু সব দলের। যারা এ নিয়ে বক্তব্য রাখছেন, আশা করি তাদের সেই বক্তব্যগুলো বিএনপিসহ যারা সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা চালায় তাদের কানে পৌঁছুবে এবং নির্বাচন কমিশনের অধিনে একটি অংশগ্রহণমূলক স্বচ্ছ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তারা সহায়তা করবে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা অবশ্যই আমাদের নির্বাচন নিয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, সেটি যেন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের মতো না হয় একইসাথে কূটনৈতিক শালীনতা যেন লঙ্ঘন না হয়।’

-২-

এর আগে প্রেস কাউন্সিল প্রসঙ্গে ড. হাছান বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটির উদ্দেশ্য ছিল পাঠক এবং সংবাদপত্রের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ তৈরি হয় সেটি নিষ্পত্তি করা। কোয়াসি-জুডিশিয়াল বডি হিসেবে এটিকে গঠন করা হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ  ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি, পঞ্চাশ বছর আগের এ প্রেস কাউন্সিল আইনটিকে যুগোপযোগীভাবে কার্যকর করার জন্য সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আলোচনা করে প্রেস কাউন্সিল একটি খসড়া প্রস্তাব দিয়েছে, সেটি মন্ত্রিসভা হয়ে ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে গেছে। এরপর আবারও ভেটিং হবে।

গত ১৩-১৪ বছরে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, সেটির সাথে নানাবিধ সমস্যা, জটিলতাও তৈরি হয়েছে, বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘নিবন্ধন নেই এমন অনলাইন পত্রিকাকে সাংবাদিক নামে পরিচয়পত্র দিতে দেখা যায়, অনেক পত্রপত্রিকা আছে যেগুলো বের হয় না, সাংবাদিকদের নিয়োগ দেয় কিন্তু বেতন দেয় না, সেগুলো আমরা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করেছি। অংশীজনদের সাথে আলাপ আলোচনারভিত্তিতে সাংবাদিকদের একটা ডেটাবেজ তৈরি করার জন্য প্রেস কাউন্সিলকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিসের ভিত্তিতে এই তালিকা হবে তার নীতিমালার খসড়া তৈরি হয়েছে। এই উদ্যোগ আমরা সরকারের পক্ষ থেকে নেইনি। বিভিন্ন সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান, সমিতি, সংগঠনই এ দাবি উপস্থাপন করেছে। কারণ কিছু মানুষ সাংবাদিক নাম নিয়ে মানুষকে হয়রানি করা ধরনের কাজের সাথে লিপ্ত হয়, আর দোষটা পুরো সাংবাদিক সমাজের ওপর বর্তায়, যেটি ঠিক নয়, সমীচীন নয়।’

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

**ঢাকা,** ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬৯৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১২ শতাংশ। এ সময় ৫ হাজার ৮০১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ২ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৭১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৬ হাজার ৬৪৫ জন।

#

কবীর/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০০০

**নদী ও পরিবেশ নিয়ে কথা বলা ও কাজ করার ফাউন্ডার হলেন শেখ হাসিনা**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোকে দখল ও দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালে নির্বাচনের পর নদী ও পরিবেশ রক্ষায় আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের নদী ও পরিবেশের ক্ষতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ বছরে নদীর নাব‍্যতা ধরে রাখার জন‍্য অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। ফলে দেশ সবসূচকে এগিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে নদী ও পরিবেশ নিয়ে কথা বলেন। নদী ও পরিবেশ নিয়ে কথা বলা ও কাজ করার 'ফাউন্ডার' হলেন 'শেখ হাসিনা'।

আজ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে ‘বুড়িগঙ্গা নদী তীরবর্তী ডকইয়ার্ডসমূহ উপযুক্ত জায়গায় স্থানান্তরের খসড়া প্রতিবেদন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে লক্ষ‍্য অর্জনে সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। বুড়িগঙ্গা নদীর সদরঘাটের ওপারে ডকইয়ার্ড থাকায় বিলাসবহুল লঞ্চগুলো ঘুরাতে এবং বার্থিংয়ে সমস‍্যা হয়, যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । সেগুলো স্থানান্তরে সমন্বয় করা হবে।

বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম‍্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন‍্যান‍্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম‍্যান ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৯

**সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে**

**--কৃষিমন্ত্রী**

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল), ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধে দেশে একটি স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী ও ধর্মান্ধগোষ্ঠী খুবই তৎপর রয়েছে, যারা সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করে ক্ষমতায় আসতে ও দেশের মানুষকে শোষণ- শাসন করতে চায়। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

আজ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কেউ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইলে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পূজাটা হিন্দুদের হলেও উৎসবটা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের, সকল মানুষের। তিনি বলেন, সকল অন্যায়-অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ। সকল মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য আমরা নিয়োজিত এবং যে কোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখব।

পরিদর্শনকালে ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনার রশিদ হীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসলাম হোসাইন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মীর ফারুক আহমেদ ফরিদ, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মঞ্জরুল ইসলাম তপন এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে গতকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মন্ত্রী মধুপুর উপজেলায় বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

#

কামরুল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৮

**শিশুদের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত ও উন্নত জীবন গঠনে কাজ করছে সরকার**

**-ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, সরকার শিশুদের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত ও উন্নত জীবন গঠনে কাজ করছে। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং তারাই দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিবে। এই শিশুরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর মতো উদার মানবিক চেতনা নিয়ে বড় হবে। শিশুদের জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত ও উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই মাধ্যমে নিশ্চিত হবে সকল শিশুর অধিকার।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে ‘বিশ্ব শিশু দিবস’ এবং ‘শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২২’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। এবারের প্রতিপাদ্য ‘গড়বে শিশু সোনার দেশ, ছড়িয়ে দিয়ে আলোর রেশ’।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। মা ও শিশুর পুষ্টি চাহিদা পুরণে ১১ লক্ষ মাকে মাতৃত্বকালীন ও কর্মজীবী লাকটেটিং মাদার ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী প্রজন্মকে মেধাবী ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে বাস্তবায়িত হচ্ছে ৮০ হাজার কোটি টাকার শিশুকেন্দ্রিক বাজেট।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম এবং ইউনিসেফের রিপ্রেজেন্টেটিভ শেলডন ইয়েট। শিশু একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ শরিফুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বিশ্ব শিশু দিবস এবং শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। সবশেষে শিশুদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সিসিমপুর লাইভ শো অনুষ্ঠিত হয়।

#

আলমগীর/ডালিয়া/মেহেদী/শামীম/২০২২/১৫১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৭

**জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ অক্টোবর ‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘সময়ের অঙ্গীকার,কন্যা শিশুর অধিকার ’-এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে দেশব্যাপী ‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস-২০২২’ উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কন্যা শিশুকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীষ জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে গত পৌনে ১৪ বছর ধরে সরকার পরিচালনা করে আসছে। আমরা এসজিডি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কন্যা শিশুদের কল্যাণে আমরা অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন ,উপবৃত্তি প্রবর্তন ,বিনামূল্যে বই বিতরণ ,নারী শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি । আমাদের সরকার জাতীয় শিশুনীতি -২০১১ ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন (দমন) আইন-২০০০ এ নতুন ধারা সংযোজন এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে । আমাদের গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে বাল্যবিবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে । বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে । ক্রীড়াঙ্গনেও আমাদের মেয়েরা সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে। অতিসম্প্রতি সাফ ফুটবলে বাংলাদেশ নারী ফুটবল টিম চ্যাম্পিয়ন হয়ে পুরো জাতিকে গর্বিত করেছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোখ্য অংশ হচ্ছে কন্যা শিশু। আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কন্যা শিশুদের যথাযথ শিক্ষা ,অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আমার বিশ্বাস ,কন্যা শিশুদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা গেলে ,তারা যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হয়ে উঠবে এবং সরকারের রুপকল্প বাস্তবায়নে তথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে ।

আমি ‘জাতীয় কন্যা শিশু দিবস -২০২২’উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা ,জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

শাহানা/ডালিয়া/মেহেদী/রবি/ইমা/ ২০২২/৯.৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৯৬

**জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৮ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৪ অক্টোবর ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সময়ের অঙ্গীকার, কন্যাশিশুর অধিকার’- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দেশের সকল কন্যাশিশুর প্রতি রইল আমার আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা।

আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের নারী। তাই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি কন্যাশিশুর অধিকার, শিক্ষা, পুষ্টি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। নারীর সার্বিক অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং প্রতিরোধসহ সমাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে কন্যা শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। সরকার নারী ও কন্যাশিশুদের ‍উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নসহ উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের এ সকল পদক্ষেপের ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের হার কমে এসেছে। মেয়েরা এখন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে ঈর্ষণীয় সফলতা প্রদর্শন করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের মেয়েরা সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়ের মাধ্যমে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আমি আশা করি, জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপনের মাধ্যমে কন্যাশিশুর অধিকারসহ সার্বিক বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং দেশের মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার পথে আরো দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকার কারণে আমাদের নারী ও মেয়েরা আজ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। তবে পরিবার থেকেই নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে শিক্ষাদান শুরু করতে হবে। আমি কন্যা শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান সর্বোপরি সমাজ ও পরিবারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/ডালিয়া/মেহেদী/রবি/আসমা/২০২২/৯.৩৩ ঘণ্টা